ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৯৫৭
আগরতলা, ৪ আগস্ট, ২০১৯

বিবেকানন্দ সংঘে রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী
নিজের জন্য নয়, মানুষের জন্য কাজ করুন

আগরতলার কলেজটিলাস্থিত বিবেকানন্দ সংঘে আজ একদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বিবাহ নিবন্ধীকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্লাবের ২৭ জন সদস্য ও সদস্যা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়া ৩৬ জন দম্পত্তির হাতে বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। প্রদীপ জ্বেলে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান মহৎ দান। রক্তদান জীবন দান। আজ রাজ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও সরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিবাহ নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থাও একটা সর্বোত্তম ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব তিন তালাক বিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, কোনও কিছু করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে দৃঢ়তা থাকতে হয়। স্বাধীনতার পর এ দেশ বহু দল শাসন করেছে। কিন্তু তিন তালাক বিল নিয়ে কোনও দল তেমনিভাবে ভাবেনি। তাই এই বিল পাশ হতে ৭২ বছর সময় লেগে যায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র দৃঢ়তার জন্যই এ বছর এই বিল পাশ হয়েছে। এ বিল পাশ হওয়ার ফলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয় মহিলাদের নৈতিক জয় হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী চান সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস। তিনি চান শেষ প্রান্তের ব্যক্তিটিও যাতে সরকারের সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেন। এজন্য তিনি প্রশাসনকে সরলীকরণ করেছেন। মানুষের কল্যাণে চালু করেছেন বিভিন্ন যোজনা। এটাই পারদর্শী সরকারের পরিচায়ক। আমরাও রাজ্যে বেকারদের স্ব-নির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, একমাত্র উদার মানসিকতার জন্যই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, প্রয়াত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রমুখ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়েছেন। তাই নিজের জন্য নয়, মানুষের জন্য কাজ করুন। প্রতিদান চাইবেন না। তবেই আপনাদের অক্লান্ত শ্রম সার্থক রূপ পাবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের স্বামী জ্যোতিরানন্দজী ও বিবেকানন্দ সংঘের সভাপতি বিভূতি চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাবের সম্পাদক মণিশংকর দাস। স্থানীয় শিল্পীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের পারিষদ মায়ারাণী সাহা, সমাজসেবী দীপক কর ও সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব অসীম দত্ত ও তার স্ত্রীর হাতে বিবাহ নিবন্ধীকরণের সার্টিফিকেট তুলে দেন।

*****